ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১০৮৮
আগরতলা, ১১ আগস্ট, ২০১৯

প্রত্যেককে কমপক্ষে দু'টো করে গাছ লাগাতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ শুধুমাত্র অক্সিজেনের জোগান দেয় না, সেই সঙ্গে পরিবেশও রক্ষা করে আমাদের বাণিজ্যিকভাবে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। গাছ বিভিন্নভাবে রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি করে থাকে। তাই প্রত্যেককে কমপক্ষে দু'টো করে গাছ লাগানোর জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ রাজ্য সচিবালয়ে বন দপ্তর আয়োজিত বনমহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে একটি নাগেশ্বর গাছের চারা রোপন করে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৬২ শতাংশেরও বেশী বনভূমি রয়েছে। বাঁশজাত শিল্পের সম্ভাবনা বিবেচনা করে বাঁশকে ঘাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অন্যান্য গাছের তুলনায় বাঁশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দেশের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ বাঁশ উত্তর পূর্বাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ত্রিপুরা, আসাম এবং মিজোরামে অধিকাংশ বাঁশের সম্ভার রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা ভারতব্যাপী জুন-জুলাই মাসে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। ত্রিপুরাতেও এই কর্মসূচি রূপায়ণ করা অব্যাহত আছে। সম্প্রতি রাজ্যে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এক মিনিটে ছয় হাজারের বেশী গাছ লাগানো হয়েছে। এটি একটি মাইলফলক। রাজ্যবাসীকে বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করতে এ পদক্ষেপ বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান, ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীনকাল থেকেই গাছের পূজার্চ্চনা করার রীতি রয়েছে। তাই শুধু জুন-জুলাই এই দু'মাস নয়, তিনি বৃষ্টির মরশুমে বৃক্ষরোপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই সঙ্গে গাছের রক্ষনাবেক্ষন করারও আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

সাংবাদিকদের এন এল এফ টি'র সঙ্গে চুক্তি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক বছর পর জনতার সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতি কিংবা জনজাতি প্রত্যেকেই রাজ্যের উন্নয়ন চায়। সবাই যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে নিজের পরিবারের পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে যুক্ত হতে পারেন সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলিতভাবে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রাজ্যের উন্নতি সাধনে সেই রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা আব্যশক। তিনি আশা ব্যক্ত করেন এই চুক্তি ত্রিপুরায় একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী করবে। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরার এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের বার্তা দেশের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছে দিতে হবে। তখনই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো আমাদের রাজ্যে ব্যবসা করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। ত্রিপুরা সেই দিশাতেই অগ্রসর হচ্ছে।

****২য় পাতায়

সম্প্রতি দুবাইতে পাঠানো রাজ্যের বিখ্যাত কিউ প্রজাতির আনারস এবং লেবু সতেজভাবে দুবাইয়ে পৌঁছানোর বার্তার বিষয়েও সাংবাদিকদের অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। রপ্তানীকৃত এই আনারস এবং লেবু সতেজভাবে কম সময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেন। আগামীদিনে আনারস এবং লেবু এই ভাবে পৌঁছে দিলে দুবাইয়ের বাজার সহজভাবে ধরা যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। এর ফলে রাজ্যের আনারস এবং লেবু চাষীরাও আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাজ্য সচিবালয়ে এদিনের বনমহোৎসব কর্মসূচিতে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী একটি করে বৃক্ষ রোপন করনে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মূলত নাগেশ্বর, আগর, আমলকি, বয়ড়া, হরতকি গাছের চারা লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে বন দপ্তর এবং সচিবালয়ের পদস্থ আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

*****